কস্তুরী সুবাস

মাহমুদা রুনু

সঘন মগন তীমির নিবীর রাতে
অবিরল জ্যোৎস্নার বৃষ্টিপাতে
জোনাকির ক্ষুদ্র হৃদয়ে জ্বলে,
জ্বলে জ্বলে
পথের প্রান্ত এঁকে দেয় জানা অজানায় ।
কাল্রাত্রিকে বধ করে উজ্জল দিন আনবে বলে
যারা ৩০ লক্ষ মায়ের যঠর ছিন্ন করেছিল ।

দিবস রাত্রির দৈনন্দিন মগ্নতায়
কস্তুরি-মৃগ যেন ।
সুবাসিত সুস্মিত পেলবে
আমাদের ঘরে,
আমাদের আঙ্গিনায়,
আমাদের প্রাঙ্গনে ।
ওরা আসে নিঃশব্দে চুপি চুপি
যেন অদৃশ্য আতরদান ।
এই দেশটার জন্য এক পৃথিবী প্রেম
দিয়ে অনন্য জীবন শপে
হোয়ে গেছে সুবাসী মলয়।
শত প্রলয়ের প্রলয়ংকর তান্ডবে
দিশেহারা ৩০ লক্ষ প্রদীপের নিভে যাওয়া ।
কারণ ——-
১৫ কোটি প্রদীপ জ্বলে থাকবে অনির্বান আশ্বাসে ।

আমার কাছে আছে একটি
নেভা প্রদীপের হিসেব,
আমার কাছে আছে একটি মায়ের
কেঁদে কেঁদে ক্লান্ত হোয়ে যাওয়া দুচোখের অন্ধকার, সে হিসেব ;
আমার কাছে আছে একটি মেয়ের
অপুর্ন প্রেমের হিসেব,
আমার কাছে আছে একটি বোনের
নিঃশব্দ হাহাকার, তার হিসেব ।
একটি সংসার চুপি চুপি চেয়ে থাকে শুন্যে অজানায় —-
তার আসার আশায় ।
সে আসে, ওরা আসে,
চুপি চুপি আসে আতরদান হোয়ে এই উঠোনে ।
একদিন কাল-রাত্রিতে এই উঠোন থেকে যার চলে যাওয়া ———

উপলব্ধির গভীর গহ্বরে
উজ্জল ছোট্ট কুটিরে
নিয়মের ব্যতিক্রম বেড়া ভেঙ্গে
প্রতিক্ষন বিচরন ।
কথা বলে যায় অনর্গল
কখনও উচ্ছাসে, কখনও বিষন্ন, কখনও বিদ্রোহে
গল্পের আল্পনায় আঁকে ৪৭ থেকে ৭১
ছোট বড় খন্ড অখন্ড
ছড়িয়ে কস্তুরী সুবাস -
স্বাধীনতার আকাশে জ্বলে থাকা ৩০ লক্ষ তারা
মিট মিট জ্বলে, জ্বলে পথ বেধে রাখে
তাহাদের জন্য ---
যারা আসবে, ভালবাসবে ।

কষ্টের নিভৃত প্রকোষ্টে
ওর আসা যাওয়া
কস্তুরী-মৃগ যেন এক -- ।
সুবাসিত অহংকার
ছুয়ে যায় আকাশটাকে এক লহমায় ।
মার বুক এখন হিমালয়,
যেন উত্তাল কর্নফুলি,
সবুজ ধান ক্ষেত,
শীতের ধোয়াওঠা ভাপাপিঠে,
বসন্তের কৃষ-চুরা,
সর্বত্র মৃগনাভী এক এবং অনন্য ।
কস্তুরী সুবাস ।

১২ ডিসেম্বর ২০০৮